জীবননগরে গাঁজাসহ মাদকব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বিজিবির যৌথ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ ফারুক হোসেন (৪৭) নামের এক মাদকব্যবসায়ী আটক করেন।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম ও বিজিবির একটি টিম জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদকের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান করে।

এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী গ্রাম থেকে মৃত আব্দুর লতিফের ছেলে এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ফারুক হোসেনকে ১ কেজি গাঁজাসহ তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান বলেন,আজ সকাল থেকেই জীবননগর উপজেলার বিভিন্নস্থানে আমাদের একটি টিম এবং বিজিবির একটি টিম মাদক বিরোধী যৌথ অভিযান পরিচালনা করি।

এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী গ্রাম থেকে মৃত আব্দুর লতিফের ছেলে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ফারুক হোসেনকে ১ কেজি গাঁজাসহ তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়।
আসামীর কাছ থেকে আমরা আরো অনেক তথ্য পেয়েছি। সে সরাসরি ভারত থেকে গাঁজা কিনে দেশের বিভিন্নস্থানে বিক্রি করে। উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় একটি নিয়মিত মামলার রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আমন খেতে পোকার আক্রমণে বিপর্যস্থ কৃষক

আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি গ্রামের কৃষক আবু জাফর এবার ৭ বিঘা জমির আমনের খেতে সাম্প্রতিক বিভিন্ন পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। আবু জাফর বলেন, ‘কৃষি বিভাগের পরামর্শে খেতে আলোক ফাঁদ ব্যবহার শুর” করেছি।’ বেলগাছি গ্রামের কৃষক নজর”ল ইসলাম বলেন, ‘আমি পাঁচ বিঘা জমিতে এবার আমন ধানের চাষ করেছি। এক-দুদিন পরপর কীটনাশক স্প্রে করেও পোকা নিধন করা যাচ্ছে না। এতে লোকসান গুনতে হতে পারে। একারণে অবশেষে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে আলোক ফাঁদ প্রযুক্তি ব্যবহার করছি।’

এসব পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে উপজেলায় চলতি আমন খেতের পোকার আক্রমণ থেকে সুরক্ষায় আলোক ফাঁদ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। এসব ক্ষতিকর পোকামাকড়ের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তা দমন করতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় কৃষকেরা ইতিমধ্যে উপজেলার ৩০ টি ব্লকে আলোক ফাঁদ স্থাপন করেছেন। এছাড়া পযায়ক্রমে আরও ১৬ টি আলোক ফাঁদ স্থাপন করা হবে।

উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১৬ হাজার ৫৩৫ হেক্টর জমিতে এবছর আমন ধানের আবাদ হয়েছে। এ ছাড়া কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। কয়েক দিন পর গাছে থোড় আসবে। এই সময়ে ধানে বাদামি ঘাস ফড়িং, সবুজ ঘাস ফড়িং, পাতামোড়ানো পোকা, গান্ধী পোকা, মাজরা পোকাসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকা আক্রমণ করে।

পোকার উপস্থিতি নির্ণয় করতে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে আমনখেতে আলোক ফাঁদ ব্যবহার শুর” করা হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে চলবে এ কাযক্রম। কৃষি সম্প্রসারন দপ্তর ১০টি ব্লকে আলোক ফাঁদ স্থাপন করেছে। অবশিষ্ট ৩৬ টি ব্লকে কৃষি কর্মকর্তাদের সহায়তায় কৃষকেরা এই আলোক ফাঁদ স্থাপন করেছেন। এ মৌসুমে আলোক ফাঁদের সংখ্যা ৪৬ ছাড়িয়ে যাবে। গত বছর তুলনায় এবছর আলোক ফাঁদ স্থাপন বেশী স্থাপন করা হয়েছে বলে কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানাগেছে।

উপজেলা উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণের এক কর্মকতা বলেন, রাতের বেলায়

খেতে বৈদ্যুতিক বাল্ব টানানো হয়। বাল্বের নিচে পাত্র রাখা হয়। পাত্রের মধ্যে ডিটারজেন্ট বা কেরোসিনমিশ্রিত পানি থাকে। আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড় আলোর কাছে আসে এবং পাত্রের পানির মধ্যে পড়ে মারা যায়। ওই পোকামাকড় দেখে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। একটি খেতে তিন দিন এই আলোক ফাঁদ রাখতে হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভিন বলেন, পোকার আক্রমণে যাতে ফলনে প্রভাব না পড়ে, সে জন্য এবার আগে থেকেই বেশিসংখ্যক আলোক ফাঁদ ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে ব্যয় একেবারেই কম। ইতিমধ্যে উপজেলার সব ব্লকে আলোক ফাঁদ প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পাঁচ মন্দিরে ঢেউটিন দিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফের নিজ অর্থায়নে ৫টি সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে ঢেউটিন টিন বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে পৌর এলাকার কালিদাসপুর ব্রিজ এলাকার বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এ ঢেউটিন বিতরণ করা হয়। ঢেউটিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি আক্তার জোয়ার্দার।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আয়ুব আলী, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী আলী আজগর সাচ্চু, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল মাস্টার, পৌর বিএনপির সহ-সম্পাদক মাহাবুল হক মাষ্টার।
এছাড়া যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মীর উজ্জল, সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আলম কনক, যুগ্ন আহবায়ক আব্দুল কাদের।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক হিমেল, পৌর সে¦চ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক জাকারিয়া শান্ত। এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মনিন্দ্রনাথ, পূজা উদযাপন কমিটির কুমারী মন্দিরের সভাপকি রতন, ক্যানেলপাড়া লিপন বিশ্বাস, সুইপার কলোনির লিটন এবং পোস্ট অফিস পাড়ার মিলন কুমার।

আলমডাঙ্গার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ পরিদর্শনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার

দীর্ঘদিন আন্দোলন ফলে সম্প্রতি আলমডাঙ্গা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেছে। এই প্রাচীর নির্মাণ ও শহীদ মিনারের বেদখলকৃত জমি উদ্ধারে ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছে।

যার ফলস্বরূপ সরকার এই বেদখলকৃত জমির পুনঃরুদ্ধার ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।প্রথমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সীমানা প্রাচীর ৭ ফুট উচুঁ দেয়াল দিয়ে ঘেরা হবে। ৭ ফুট উচু দেওয়াল তৈরি হলে লোকচক্ষুর আড়ালে অনেক অনৈতিক কর্মকান্ড কর্মকাণ্ড সংগঠিত হতে পারে, এই আশংকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। সীমানা প্রাচীর ৩ ফুট উচু দেওয়াল ও তার উপর ৪ ফিট রডের গ্রীল দিয়ে ঘেরা হবে।

সচেতন মহলের অনেকের ধারনা শহীদ মিনারের মত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের স্থাপনাগুলো সাধারণতঃ সহজ দৃশ্যমান করা হয়ে থাকে। স্থাপনা চত্ত্বরটি যদি ৭ ফুট বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা হয় তাহলে এটি নানান অসামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে পারে।তাই বাউন্ডারি ওয়ালটিকে ৭ ফুট দেয়ালের পরিবর্তে ৩ ফুট দেয়াল ও দেয়ালের উপরিস্থ অংশে ৪ ফুট এমএস বার/রডের গ্রীল দিয়ে করার জন্য গতকাল ইউএনও সাহেব বরাবর আবেদন করেন। ইহাতে নিরাপদ সীমানা

প্রাচীর নির্মাণের পাশাপাশি এলাকার সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং অসামাজিক কার্যকলাপের স্থান হওয়া থেকেও স্থাপনাটি রক্ষা পেতে পারে।

গতকালের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম সরেজমিনে স্থাপনাটি পরিদর্শন করেন। বিষয়টি যৌক্তিক বিবেচনায় পরিবর্তনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সে পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

জীবননগরে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান

জীবননগরে এক দফা দাবি বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন জীবননগর নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদ।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নারায়ণ চন্দ্র পালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন সংগঠনের নেতারা। এর আগে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদের নেতৃবৃন্দ মানববন্ধন করেন।

স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সিং সুপারভাইজার রানু খাতুন, সিনিয়র স্টাফ নার্স তাহমিনা খাতুন, শান্তনী খাতুন, জয়নব খাতুন, নাছরিন খাতুনসহ প্রমুখ।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সিং সুপারভাইজার মোছাঃ রানু খাতুন জানান, সারাদেশের ন্যায় জীবননগরেও এক দফা দাবি বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। আমরা চাই নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও রেজিস্টার পদ থেকে প্রশাসন ক্যাডারদের অপসারণ করে

ওই পদগুলোতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নার্সদের পদায়ন করা হোক।

প্রসঙ্গত, এক দফা দাবিতে গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদ।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

বৈষম্যদূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের এক দফা দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় মানববন্ধন শেষে জেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা এ স্মারকলিপি দেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, আজ সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বেসরকারী শিক্ষকরা। অবিলম্বে এ বৈষম্য দূর করে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে হবে। পরে নেতৃবৃন্দ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেন।

দামুড়হুদায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন

দামুড়হুদায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয় করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একরামুল হকের সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আহবায়ক পাটাচোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাজান আলী, হোগলডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমিনুল হক, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক ফাহমিদা রহমান, কুতুবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল বারিক, দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদ্রাসার সুপার মুজাফফর রহমান।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠির সার্বিক তত্ববধানে ছিলেন মুক্তারপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি বখতিয়ার উদ্দিন।

জীবননগরে শিক্ষকদের জাতীয়করনের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি

প্রদান

জীবননগরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টার সময় জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির আয়োজনে জীবননগর মেইন বাসস্টান্ডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পাভেল মেহমুদ আব্দুর রবের সভাপতিতে মানববন্ধনের বক্তব্য রাখেন, হাসাদা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আখতারুজ্জামান, উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান, কাশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শরিফ উদ্দিন, জান্নাতুল খাদরা মাদরাসার সুপার মাওলানা শরিফুল ইসলাম, শাপলা কলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বাকি বিল্লাহ, মিনাজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার, সিংনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন, পাকা দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসার সুপার ওয়াহিদুজ্জামান, ধোপাখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির সাধারন সম্পাদক আবুল হাশেম। মানববন্ধন শেষে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের নিকট শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিকদের

সাংবাদিক সন্মেলন

হয়রানি মূলোক মিথ্যা মামলা ও ফেসবুকে অপপ্রচার চালানোয় অভিযুক্ত মহিদুলের দৃষ্টান্তমূলোক শাস্তির দাবিতে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ১০৪ জন শ্রমিক ও কর্মচারী দর্শনা প্রেসক্লাবে গতকাল সোমবার বিকাল ৫ টায় সাংবাদিক সন্মেলন করেছেন।

সাংবাদিক সেন্মলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষে আক্তার খান শান্তি। লিখিত বক্তেব্যে তিনি বলেন, কেরু এ্যান্ড কো¤পানীতে স্থায়ী পদ শূন্য হওয়ায় মৌসুমী হতে স্থায়ী করণ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিলো। শ্রমিক কর্মচারীর নেতৃবৃন্দ তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে মন্ত্রানালয় থেকে মৌসুমী থেকে স্থায়ী করণ নীতিমালা অনুমোদন করে আনেন।

নীতিমালা অনুসারে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ১০৪ জন মৌসুমী শ্রমিক ও কর্মচারী লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক ভাইবা দিয়ে স্থায়ী করণের সুযোগ পায়। চিনিকল কর্তৃপক্ষের প্রেরিত পত্র মোতাবেক স্ব-স্ব স্থানে যোগদানও করি। চাকুরী বিধিমালা অনুসারে বেতনভূক্ত হই। চাকুরী না পেয়ে চিনিকলের আলোচিত শ্রমিক মহিদুল ইসলাম বাঁকাপথে হাঁটতে থাকে। সদর দপ্তরের নীতিমালা সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচারার চালাচ্ছে। এমনি অনেকের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রানি শুরু করে। এতও ক্ষান্ত হয় না সে ফেসবুকে বিভিন্ন জনের নামে মিথ্যা অপপ্রচার চালাতে থাকে। যা রীতিমত বিব্রতকর ও মানহানিকরও বটে।

এরি মধ্যে আমরা তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও করেছি। ইতপূর্বে মহিদুল চিনিকলে চাকুরী করার সুবাদে ২০২০-২১ মৌসুমে চুক্তিভিত্তিক সিডিএ হিসাবে দায়িত্ব পালন কালে ভুয়া চাষী বানিয়ে ঋণ নিয়ে আত্নসাৎ করে ধরা পড়ে। কমিটি কর্তৃক তদন্ত করে তাকে দোষী সাবস্থ করা হয়। আত্নসাতের টাকা তার তাহার পিএফ ফান্ড হইতে কর্তন করা হয় ও অবশিষ্ট টাকা নগদ জমা করে। তাহার বিরুদ্ধে পিবিআই রিপোর্টও আছে। চুরির অপরাধে চাকুরী যাবার কথা থাকলেও মানবিক কারণে তৎকালিন কর্তৃপক্ষ তা করেননি। শুধু তাই নয় আমরা জানতে পেরেছি মহিদুল ইসলাম একজন প্রতারক। সে একাধিক বিবাহিত। তার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের একটি ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক ডিজঅনার মামলা চলমান। আমাদের কয়েকজনের নামে মিথ্যা চাদাবাজি মামলা করেছে। ঘটনার তারিখে আমরা অনেকেই ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছিলাম।

এরিমধ্যে মিথ্যা মামলা করে নিজে একটি দৈনিক হাজিরায় জৈব সার কারখানাই কাজ হাতিয়ে নিয়েছে। তারপরও চক্রান্ত থেমে নেই তার। আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় ঘুরে দাড়াতে বাধ্য হয়েছি। আমরা ১০৪ জন একমত হয়ে এরি মধ্যে প্রতারক মহিদুলের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করেছি এবং আরও মামলা প্রক্রিয়াধিন আছে। সে নিজেকে ধোয়াতুলশির পাতা মনে করছে। তার প্রতারণা, চুকরী অবস্থায় চুরি করে ধরাপড়ার বিষয়টি সকলের জানা দরকার। তাই আপনাদের লেখনির মাধ্যমে প্রতারখ মহিদুলের মুখোশ উন্মচন করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

জীবননগর ভূমি অফিস পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক জহিরুল ইসলাম

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাযলয় ও উপজেলা ভূমি অফিস পরিদর্শন শেষে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনয় করলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

গতকাল সোমবার বিকাল ৩টার সময় জীবননগর উপজেলা ভৃমি অফিস পরিদর্শন শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে মতবিনয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বোন বিভাগের কমকতা কাজল আহম্মেদ, উপজেলা ত্রান কমকতা মিজানুর রহমানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।